بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের উন্নতি করা। আল্লাহ্ তা'লা প্রশিক্ষণের বা তরবিয়তের এই এক মাস দিয়েছেন। এতে নিজের তাকওয়ার মানকে উন্নত কর। এই তাকওয়া তোমাদের পুণ্যের মানকে উন্নত করবে, তোমাদেরকে স্থায়ী পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে, খোদার নৈকট্যও দান করবে আর একই সাথে অতীতের পাপও মোচন হবে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১০ই জুন ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৪)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের জন্য রোযা সেভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এমন একটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা আমাদের ইহ এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করে, আর সেই বিষয়টি হলো 'لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ' সুতরাং রোযা আবশ্যক করা এই দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব পূর্ণ নয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও তা আবশ্যক ছিল বরং তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের দৃষ্টিকোণ থেকে রোযা গুরুত্বপূর্ণ যেন তোমরা পাপ এড়িয়ে চলতে পার বা পাপ বর্জন করতে পার। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদেরকে কেবল ক্ষুধার্ত রাখার আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রয়োজন নেই। রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের উন্নতি করা। আল্লাহ্ তা'লা প্রশিক্ষণের বা তরবিয়তের এই এক মাস দিয়েছেন। এতে নিজের তাকওয়ার মানকে উন্নত কর। এই তাকওয়া তোমাদের পুণ্যের মানকে উন্নত করবে, তোমাদেরকে স্থায়ী পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে, খোদার নৈকট্যও দান করবে আর একই সাথে অতীতের পাপও মোচন হবে। মহানবী (সা.) একবার বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে রমযানের রোযা রাখে এবং আত্ম সংশোধনের চেতনা নিয়ে রাখে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এখন অতীতের পাপ যদি মোচন হয় বা ক্ষমা করে দেয়া হয় আর তাকওয়া অবলম্বনের পর মানুষ যদি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে এমন মানুষ অবশ্যই রমযান অতিবাহিত করার যেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে সে ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে বরং জীবনের উদ্দেশ্যও সে অর্জন করেছে। তাকওয়ার উপকারিতা এবং কল্যাণ যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত আছে তার মাঝে একটি উপকারিতা যা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং উল্লেখ করেছেন তা হলো ' فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ' (সূরা আল্-মায়েদা: ১০১) অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানরা! খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পার বা সফলকাম হতে পার।

সুতরাং কে এমন হবে যে সাফল্য চায় না। ইহজাগতিক সাফল্য এখানেই থেকে যাবে। প্রকৃত সফলতা সেটিই যা এই পৃথিবীতেও সফলতা এবং পরকালেও সফলতা, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর তাহলো যদি তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক তাহলে শোন! তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেই সফলতা লাভ হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাকওয়া কোন সামান্য বিষয় নয়। এর মাধ্যমে সেই সব শয়তানের মোকাবেলা করতে হয় যে মানুষের প্রতিটি অভ্যন্তরীন শক্তি এবং সামর্থের ওপর ছেয়ে আছে। এসব শক্তি নফসে আম্মারা অর্থাৎ অবাধ্য প্রবৃত্তির প্রাধান্যের সময় মানুষের ভিতর এক শয়তান। মানুষ যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে অনেক মহান কাজ করতে পারে। কিন্তু যদি এই জ্ঞান এবং মানুষের বুদ্ধি যা নিয়ে মানুষ অহংকার আরম্ভ করে, এগুলোকে যদি অন্যায় কাজে ব্যবহার করে অথবা পুণ্যের মোকাবেলায় বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি এসবকে দাঁড় করায় তাহলে তা শয়তান হয়ে যায়। তিনি বলেন, মুত্তাকী বা খোদাভীরু মানুষের কাজ হলো এগুলোকে এবং এমন অন্যান্য শক্তিবৃত্তিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলা।

আরেক জায়গায় তিনি বলেন, তাকওয়ার বিষয়টি অতীব সূক্ষ্ম, তা অর্জনের চেষ্টা কর। আল্লাহ্‌র মাহাত্ম হৃদয়ে স্থান দাও। যার কাজে বা কর্মে সামান্যতম লোক দেখানোর উপকরণ থাকে আল্লাহ্ তা'লা তার কর্মকে তার মুখেই ছুড়ে মারেন। তিনি বলেন, মুত্তাকী হওয়া কঠিন বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি তোমাকে কেউ বলে যে, তুমি কলম চুরি করেছ তাহলে তুমি রাগ কেন কর। যদি তাকওয়া থাকে, পুণ্য থাকে, তাহলে রাগ বা ক্রোধ থেকে আল্লাহ্‌র খাতিরে বিরত থাকা উচিত। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে আমিত্বের দাসত্ব করো না বরং তোমার আমল বা কর্মকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত কর। তিনি বলেন, রাগার কারণ হলো তুমি সত্যের ওপর নও । যতক্ষণ মানুষের জীবনে অগণিত মৃত্যু না আসবে সে মুত্তাকী হতে পারে না। তিনি বলেন, মু'জিযা বা নিদর্শন এবং ইলহামও তাকওযারই বিভিন্ন শাখা প্রশাখা। আসল বিষয় হলো তাকওয়া। তাই ইলহাম এবং রুইয়্যার পিছনে ছুটবে না বরং তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা কর। যে মুত্তাকী হয়ে থাকে তার ইলহামই সঠিক। যদি তাকওয়া বা খোদাভীতি ও খোদাভীরুতা না থাকে তাহলে ইলহামও নির্ভরযোগ্য নয়, এতে শয়তানের ভূমিকা থাকতে পারে। কুরআন শরীফ তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথের দিশা দিয়েছে। নবীর পরাকাষ্ঠা উম্মতের পরাকাষ্ঠার দাবি রাখে। মহানবী (সা.) যেহেতু খাতামান্নাবিঈন ছিলেন তাই তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যতের পরাকাষ্ঠা পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। নবুয়্যতের পরাকাষ্ঠা পরম রূপ ধারণ করার পরেই নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। যে আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় এবং নিদর্শন দেখতে চায় আর অলৌকিকভাবে দেখতে চায় তার জন্য আবশ্যক হবে নিজের জীবনকে অলৌকিক করে তোলা। অতএব এই বিপ্লব আমাদের মাঝে আনয়ন করতে হবে। আমরা যদি মহানবী (সা.)-কে মান্যকারী এবং তাঁর উম্মতভুক্ত হয়ে থাকি তাহলে তিনিই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর উত্তম আদর্শ অনুকরণ করা উচিত। আর এর জন্য আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক আবশ্যক এবং প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক।

পুনরায় সকল পুণ্যের মূল হলো তাকওয়া, এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, তাকওয়া অবলম্বন কর। তাকওয়া সব কিছুর মূল। তাকওয়া শব্দের অর্থ হলো প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাপের বিচরণস্থল এড়িয়ে চলা। তাকওয়া হলো যে বিষয়ে সন্দেহ হয় যে, এটি পাপে পর্যবসিত হতে পারে তাও এড়িয়ে চল। কেবল বাহ্যিক পাপ নয় বরং যদি সন্দেহ থাকে যে, এটি পাপে পর্যবসিত হতে পারে তাহলে তাও এড়িয়ে চল। তিনি বলেন,হৃদয়ের নহর থেকেও ছোট ছোট নালা প্রবাহিত হয় যেমন জিহ্বা, হাত ইত্যাদি। যদি কারো মুখ নোংরা হয় আর রোযা রাখা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ এবং গালমন্দ থেকে বিরত না হয় বা তার হাতে যদি অন্যায় কাজ সাধিত হয় তাহলে ধরে নিতে পার যে, তার হৃদয়ও পরিচ্ছন্ন নয় এবং সে তাকওয়া থেকে দূরে।

জীবন দীনহীনভাবে অতিবাহিত করা উচিত এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তাকওয়াশীলদের জন্য শর্ত হলো তারা যেন নিজেদের জীবন দীনহীনভাবে অতিবাহিত করে। এটি তাকওয়ারই একটি শাখা যার মাধ্যমে আমাদের অনর্থক রাগ এবং ক্রোধের মোকাবেলা করতে হবে। রাগ এবং ক্রোধ যদি সঠিক এবং যথা স্থানে প্রকাশ করা হয় তাহলে তা বৈধ কিন্তু অবৈধ রাগ এবং ক্রোধ, ছোট ছোট বিষয়ে রাগ ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাক। তিনি বলেন যে, বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী এবং সত্যবাদীদের জন্য শেষ ও কঠিন গন্তব্য হলো ক্রোধ এবং রাগ এড়িয়ে চলা। তিনি বলেন, আমি চাই না যে, আমার জামাতের সদস্যরা পরস্পর একে অন্যের চেয়ে নিজেকে বড় বা ছোট মনে করবে বা একে অন্যের ওপর গর্ব করবে বা অন্যদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে। আল্লাহ্ তা'লাই জানেন কে বড় আর কে ছোট। এটি এক প্রকার তাচ্ছিল্য করা বৈ কি। যার মাঝে এই অভ্যাস রয়েছে তার এই আশঙ্কা রয়েছে যে, বীজের মতো অঙ্কুরিত হয়ে তা তার জন্য ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। তিনি বলেন, এটি পরিহার কর। অনেকেই বড়দের সাথে সাক্ষাতে পরম বিনয় প্রদর্শন করে। কিন্তু বড় সে যে দীনহীনদের কথাও দীনতার সাথে শুনে, তাদের মন জয় করে এবং তাদের কথাকে সম্মান করে। ব্যঙ্গ বা উপহাসমূলক কোন কথা উচ্চারণ করবে না যার ফলে কেউ দুঃখ পেতে পারে।

এরপর মুত্তাকী কে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে মুত্তাকী সে, যে নম্রতা এবং দীনতার মাঝে জীবন যাপন করে। সে অহংকার সূচক কথা বলে না। তাদের আলোচনা এমন হয় যেভাবে কোন ছোট বা কম বয়স্ক ব্যক্তি জ্যাষ্ঠদের সাথে কথা বলে। যেভাবে এক বালক বয়স্ক ব্যক্তির সাথে বা দরিদ্র যেভাবে ধনীর সাথে কথা বলে তারা সেভাবে কথা বলে। বড় এবং ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা পরম বিনয়ের সাথে কথা বলে। আমাদের সর্বাবস্থায় সেই কাজ করা উচিত যার মাঝে আমাদের কল্যাণ বা উন্নতি নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঠেকা নেন নি। তিনি তাকওয়া চান। যে তাকওয়া অবলম্বন করবে সে মহান মর্যাদায় উপনীত হবে।

এরপর সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং বুদ্ধি কিভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে তিনি বলেন, সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং প্রকৃত বুদ্ধি খোদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ছাড়া অর্জন হতেই পারে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, মু'মিনের অন্তঃদৃষ্টিকে ভয় কর কেননা সে খোদা তা'লার জ্যোতিতে দেখে। যতক্ষণ তাকওয়া না থাকবে ততক্ষণ সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং সত্যিকার বুদ্ধি ও মেধা অর্জন হওয়া সম্ভব নয়।

পুনরায় তিনি বলেন, যদি জামাতভুক্ত হয়ে থাক, ইসলামের সেবা যদি করতে চাও তাহলে প্রথমে স্বয়ং তাকওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন কর। শুধু কথার খৈ ফুটিয়ে ইসলামের সেবা সম্ভব নয় বরং আমাদের তাকওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা আবশ্যক।এরপর বিষয়ের ধারাবাহিকতায় তিনি বলেন, আমি পুনরায় আসল বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি অর্থাৎ ' صَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ' (সূরা আলে ইমরান: ২০১)। যেভাবে শত্রুর মোকাবেলায় সীমান্তে ঘোড়া বাঁধা থাকা আবশ্যক হয়ে থাকে যেন শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে অনুরূপভাবে তোমরাও প্রস্তুত থাক। 'صَابِرُوْا وَرَابِطُوْا '-র তফসীরে তিনি এসব কথা বলেন। সীমান্তে ঘোড়া বাঁধা হয় শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সৈন্য দাঁড় করানো হয় যেন শত্রু তোমাদের সীমান্তে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপভাবে তোমরাও সৈনিকদের মত প্রস্তুত থাক যেন কোথাও শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করে ইসলামের ক্ষতি করতে না পারে। তিনি বলেন, আমি পূর্বেও বলেছি, যদি ইসলামের সমর্থন এবং সেবা করতে চাও তাহলে প্রথমে নিজে তাকওয়া অবলম্বন কর আর পবিত্র হও যার কল্যাণে তোমরা খোদা তা'লার আশ্রয়ের দুর্ভেদ্য দূর্গে আসতে পারবে এবং এর ফলে তোমরা সেবার সেই সম্মান এবং যোগ্যতা লাভ করবে যার মাধ্যমে তোমরা খোদা তা'লার নিরপত্তার দুর্ভেদ্য দূর্গে স্থান পাবেএবং একই সাথে তোমরা এই খিদমতের সম্মান এবং যোগ্যতাও লাভ করবে। খোদার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান পেলে ইসলামের হিফাজতের বা খিদমতের যে সম্মান তাও তোমরা লাভ করবে এবং তোমাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে কেননা তোমরা নিজেদের সংশোধন করেছ এবং তাক্ব ওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। তিনি বলেন, তোমরা দেখছ যে, জাগতিক দিক থেকে মুসলমানরা কত দুর্বল হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন জাতি তাদেরকে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তোমাদের অভ্যন্তরীন শক্তিও যদি হারিয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায় তাহলে ধ্বংস নিশ্চিত বলে ধরে নিতে পার। তোমরা নিজেদের হৃদয়কে এমনভাবে পাক কর যেন পবিত্র শক্তি তাতে ধাবিত হয় এবং সীমান্তে বাঁধা ঘোড়ার মত তা দৃঢ় ও হিফাযতকারী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার ফযল সব সময় মুত্তাকী এবং সরল প্রাণ লোকদের সাথে হয়ে থাকে। নিজেদের চরিত্র এবং রীতি-নীতি এমন করো না যার ফলে ইসলামের দুর্নাম হতে পারে। অপকর্মশীল এবং ইসলামী শিক্ষা যে সমস্ত মুসলমান অনুসরণ করে না তাদের ফলে ইসলামের দুর্নাম হয়। কোন মুসলমান মদ পান করে আর কোন স্থানে গিয়ে বমি করে, পাগড়ী গলায় থাকে, সে গর্ত এবং নোংরা ড্রেনে পড়তে থাকে, তার ওপর পুলিশের জুতা পড়ে, হিন্দু এবং খ্রিষ্টানরা তা কে দেখে হাসে, আর তার এমন শরীয়ত পরিপন্থি কাজ কেবল তারই হাসি-ঠাট্টার কারণ হয় না বরং পর্দার অন্তরালে এর প্রভাব পড়ে ইসলামের ওপর,এর মাধ্যমে ইসলামের দুর্নাম হয়। আজকাল একটা ছোট দল হলেও বা সন্ত্রাসী ও অপকর্মশীল ব্যক্তি কতিপয় হলেও কেউ এই কথা বলে না যে, এদের সংখ্যা খুবই কম বরং তারা ইসলামকে দুর্নাম ক রে, ইসলামকে অভিযুক্ত করা হয় যে, ইসলামের শিক্ষাই এমন। ইসলামের সাথে সম্পর্কের দাবিদার কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ বিরোধীদেরকে অঙ্গুলী নির্দেশ করার সুযোগ দেয়। তিনি বলেন, এমন সংবাদ এবং জেলখানার রিপোর্ট পড়ে আমি মারাত্মকভাবে মর্মাহত হই যখন আমি দেখি যে, মুসলমানরা অপকর্মের কারণে এভাবে শাস্তিযোগ্য হয়েছে। আমার হৃদয় ব্যকুল হয়ে যায় যে, এরা যারা সোজা বা সত্য ধর্মের মান্যকারী তারা নিজেদের ভারসাম্যহীনতার কারণে শুধু নিজেদেরই দুর্নাম করে না বরং ইসলামকেও হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে। তিনি বলেন, আমার কথার উদ্দেশ্য হলোতারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়েও এমন নিষিদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় যা শুধু তাদেরকেই নয় বরং ইসলামকেও সন্দেহ যুক্ত করে। তিনি বলেন, অতএব নিজেদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ এমন বানাও যেন অবিশ্বাসীরাও তোমাদের সমালোচনার কোন সুযোগ না পায়, যা সত্যিকার অর্থে ইসলামের ওপরই বর্তায়।

আমরাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ জন্য মেনেছি যে, ধর্ম বিকার গ্রস্ত হয়েছে, বিক্রিত হয়ে গেছে, ইসলামী সঠিক শিক্ষার ওপর কেউ প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই শিক্ষা অনুসারে কেউ জীবন যাপন করছে না, যদি ইসলামের সঠিক শিক্ষার ওপর চলতে হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান, আর এই কারণেই আমরা মেনেছি। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কি এরপর পাপ পরিত্যাগ করেছি? মিথ্যা এমন এক ব্যাধি যা বাহ্যত সামান্য বিষয় মনে হয় কিন্তু এটি অনেক বড় পাপ। এই ঘটনার মান দণ্ডে আমরা যদি যাচাই করি তাহলে অধিকাংশ মানুষ নিজেদেরকে এই পাপে লিপ্ত পাবে। সুতরাং বয়আত এবং তাকওয়ার দাবি হলো এই পাপ থেকে বিরত থাকা। এই সব দেশে যারা আসে তাদের অনেকেই এমন আছে যারা ধর্মীয় কারণে এসেছেন, ধর্মীয় কারণে বহিষ্কৃত হয়েছেন, স্বদেশে তাদের জন্য ধর্মের অনু সরণ সম্ভব ছিল না, স্বাধীন ভাবে ধর্মমত প্রকাশের সুযোগ ছিল না, তাই আমাদের বিশেষ করে যারা পাশ্চাত্যে বসবাস করে তাদের অনেক বেশি সাবধান থাকা উচিত। আমাদের সামান্যতম কোন কাজও যেন এমন না হয় যা থেকে এমন কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বা এমন কোন কথা যেন মু খ থেকে বের না হয় যা মিথ্যা সাব্যস্ত হতে পারে বা কোন অন্যায় সুযোগ যেন আমরা না নেই, মিথ্যার মাধ্যমে বা মিথ্যার ভিত্তিতে কোন অন্যায় সুযোগ সুবিধা যেন আমরা না নেই। সুতরাং তাকওয়ার মাপকাঠিতে সবার আত্ম সমালোচনা বা আত্ম জিজ্ঞাসা করা উচিত বা নিজের অবস্থান খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

এরপর খোদা ভীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, খোদা ভীতি যাতে নিহিত তা হলো মানুষের এটি দেখা যে, তার কথা এবং কর্মে কতটা সামাঞ্জস্য রয়েছে, কথা কি বলছে আর কাজ কি করছে, কোন সামাঞ্জস্য আছে কি না অর্থাৎ একটির সাথে অন্যটির সামাঞ্জস্য আছে কি না। যদি দেখে যে, তার কথা এবং কর্মের সামাঞ্জস্য নেই তাহলে সে নিশ্চিত হতে পারে যে, সে খোদার ক্রোধভাজন হবে। যে হৃদয় অপবিত্র তার কথা যতই পবিত্র হোক না কেন সে হৃদয় আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না। হৃদয় যদি নোংরা হয়, কর্ম যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে যত নেক কথাই আমরা বলি না কেন খোদার দৃষ্টিতে এর কোন মূল্য নেই বরং খোদার ক্রোধকেই সে আমন্ত্রণ জানাবে। আল্লাহ্‌তা'লা সবাইকে এ থেকে রক্ষা করুন। সুতরাং আমার জামাতের জানা উচিত যে, তারা আমার কাছে বীজ গ্রহণের জন্য এক বীজতলা হয়ে এসেছে যার ফলে তারা এক ফলবাহী বৃ ক্ষ পরিণত হবে। তাই সবার নিজের জীবন সম্পর্কে ভাবা উচিত যে, তার ভেতর কেমন আর বাহিরে কেমন। যদি আমাদের জামাতও আল্লাহ্‌ না করুন এমন হয়ে থাকে যাদের মুখে কিছু আর হৃদয়ে ভিন্ন কিছু তাহলে এর পরিণাম শুভ হবে না। আল্লাহ্‌ তা'লা যখন দেখেন যে, এক জামাতের হৃদয় খালি আরমুখে বড় বড় দাবি করে তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তা'লা পরবিমুখ বা অমুখাপেক্ষী। বদরে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সকল অর্থে বিজ য়ের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছিলেন যে, বিজয় দান করব, কিন্তু তাসত্ত্বেও মহানবী (সা.) কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন যে, সকল অর্থে যেখানে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেখানে এত বিগলিত চিত্তে ক্রন্দনের প্রয়োজন কি? মহানবী (সা.) বলেন, খোদা তা'লা গনী বা অমুখাপেক্ষী, হতে পারে খোদার প্রতিশ্রুতিতে কোন গোপন শর্ত থাকবে। তাই আমাদের জন্য বড় ভয়ের বিষয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'লা হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-কে উন্নতি এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই বিজয় যাত্রার অংশ হওয়ার জন্য আমাদের আত্মাজিজ্ঞাসার প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের জামাতের জন্য বিশেষভাবে তাক্বওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যে, তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে বা তাঁর জামাতভুক্ত যিনি প্রত্যাদৃষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন, যেন এমন মানুষ যারা কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ বা শিরকে লিপ্ত ছিল বা যেমন জগৎমুখিতাই হোক কেন তা থেকে যেন মুক্তি পেতে পারে। বিভিন্ন পুরনো ব্যাধি ছিল কিন্তু এখন এমন এক ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হয়েছে যিনি প্রত্যাদৃষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন। আপনারা তাঁর সাথে সম্পর্কের দাবি করেছেন যেন এই সমস্ত বিষয়াদী এবং সমস্যাবলী থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। তিনি বলেন, আপনারা জানেন যে, কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, তার অসুস্থতা বড় হোক বা ছোট এর জন্য যদি চিকিৎসা না করা হয় আর চিকিৎসার কষ্ট সহ্য না করা হয় তাহলে রোগ দূর হতে পারে না। মুখে একটা কালো দাগ বের হলে মহা দুশ্চিন্তার কারণ হয় যে, কোথাও এ দাগ সম্প্রসারিত হয়ে সারা মুখে না ছড়িয়ে যায়। অনুরূপভাবে গুনাহ্‌ বা পাপেরও একটি দাগ রয়েছে যা হৃদয়ের ওপর পড়ে। ছোট পাপই উদাসীন্য এবং ভ্রুক্ষেপহীনতার ও আরামপ্রিয়তার কারণে গুনাহে কবীরায় পর্যবসিত হয়। মানুষ মনে করে সামান্য বিষয়, ভ্রুক্ষেপ করে না, আলস্য প্রদর্শন করে, এর সুরাহার ক্ষেত্রে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য ক রে না, তা থেকে বিরত থাকার জন্য খোদার তাকওয়া অবলম্বন করে না, এই আলস্যই অবশেষে বড় পাপে পর্যবসিত হয়। ছোট গুনাহ্‌ সেই ছোট দাগই যা সম্প্র সারিত হয়ে অবশেষে পুরো মুখকে কালো করে ফেলে। ছোট পাপই বড় পাপে পর্যবসিত হয় এবং পুরো মানুষে কালিমা লিপ্ত করে। রমযানের এই বিশেষ পরিবেশে আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাকওয়া অবলম্বনের তৌফিক দিন। আর আমরা যেন হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সেই সদস্য হতে পারি যারা সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুসারে নিজেদের প্রতিটি কাজ করবে। আর এই মাস থেকে আমরা যেন এমনভাবে পবিত্র হয়ে বের হই আর পুণ্যের ওপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হই যে, আমাদের ছেড়ে যাওয়া পাপ এবং দুর্বলতা যেন পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 10th June, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B